দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAR 1 6 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪.....

1112

পাস করেও ফেল ॥ প্রতিকার চান সোমার বাবা

স্টাফ রিপোর্টার ॥ কর্তৃপক্ষের ভুলের মাসুল দিচ্ছেন এক অসহায় অভিভাবক। এ অভিভাবকের মেয়ে সরকারী সঙ্গীত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (১৯৯৭ সালের অক্টোবর-ফেব্রুয়ারি '৯৮-এ অনুষ্ঠিত) অংশ নিয়েছিল। ফল বেরুবার পর দেখা যায় একটি বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত দেখিয়ে তাকে অনুত্তীর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। সোমারানী সাহা নামের এ পরীক্ষার্থীর (রোল-৮৬৪০১) মার্কশীটে দেখানো হয় সে লঘুসঙ্গীত বিষয়ের প্রথম ও দ্বিতীয়পত্রের ব্যবহারিক পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু ব্যবহারিক পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত শিল্পী-শিক্ষক সাদী মহম্মদ, পাপিয়া সারোয়ার লিখিতভাবে জানিয়েছেন তাঁরা এ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নিয়েছেন এবং সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে জানিয়েছেন এ পরীক্ষার্থী উল্লিখিত বিষয়ের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে এবং উত্তীর্ণ হয়েছে। তারপরও ভুল শোধরানোর দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। সোমারানীর বাবা বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ডের চাকুরে নিরঞ্জন চন্দ্র সাহা এসেছিলেন জনকণ্ঠ অফিসে। সবকিছু জানিয়ে তিনি অসহায়ত্ব প্রকাশ করে বলেছেন– গত অক্টোবর থেকে তিনি বিচারের দাবি নিয়ে ঘুরছেন। প্রতিকার পাচ্ছেন না।